দৈনিক বাংলা

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

044

তারিখ 05 DEC 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিদ্যালয়ের বেতন-ফি

পূর্ব অনুমতি ব্যতীত কোন বেসরকারী বিদ্যালয়ে (যে কোন নামেই অভিহিত হোক না কেন) বেতন বা আনুষঙ্গিক ফি বাড়ান যাবে না। এ নির্দেশ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দিয়েছেন সম্প্রতি। যেমন খুশী তেমন বেতন নির্ধারণ বা আনুষঙ্গিক ফি নেবার অভিযোগ হচ্ছিল দীর্ঘদিন থেকে। সে প্রেক্ষিতে এ নির্দেশ অভিনন্দিত হবে ছাত্রছাত্রী অভিভাবক মহলে।

তবে ঘটনাটি যেমন আজকের নয়, তেমন আবার এ ঘটনায় বৈচিত্র্যও আছে। এর সঙ্গে জড়িয়ে গেছে গ্রামবাংলার হাজার হাজার আর্থিক সঙ্গতিহীন বিদ্যালয় আর শহরের এক শ্রেণীর শিক্ষায়তন নামক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কারণে অকারণে গ্রাম গ্রামান্তরে অসংখ্য বিদ্যালয় সৃষ্টি হতে থাকে। ১৯৭১-৭২ সালের পরীক্ষায় পাসের জোয়ারের সময় এই বিদ্যালয়গুলি ফুলে-ফেঁপে ওঠে। তারপর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ছাত্রহীন-শ্রীহীন বিদ্যালয়গুলি বেঁচে থাকার চেষ্টা করে কোনমতে। অনেক এলাকায় বিদ্যালয়গুলি হয়ে ওঠে এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রিক। অর্থাৎ সারা বছর বন্ধ থেকে এসএসসির টেস্ট পরীক্ষার সময় অন্য বিদ্যালয়ের অকৃতকার্য ছাত্রদের কাছ থেকে অঢেল টাকা নিয়ে পরীক্ষার্থী সৃষ্টি করা হয়ে দাঁড়ায় তাদের একমাত্র কাজ। কালক্রমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হুন্ত ক্ষেপে এ বিদ্যালয়গুলিও পাট তুলতে থাকে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বেসরকারী শিক্ষকদের 'ইকনমিক বেনিফিটের' নামে বেতনের সত্তরভাগ অনুদান হিসাবে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। বিদ্যালয়গুলি একান্তভাবেই অনুদান ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। আয়ের এই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে চায় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভর্তি এবং পরীক্ষার ফি দেয়ার সময়।

এ 'রোগ' ভিন্ন নামে দেখা দিয়েছে এক শ্রেণীর শহুরে বিদ্যালয়ে এখানে কোন বিদ্যালয়ের কত টাকা বেতন তার ওপর নির্ভর করে বিদ্যালয়ের এবং ঐ বিদ্যালয়ে যারা পড়ে তাদের পিতা-মাতার সামাজিক অবস্থান। এই মর্যাদার লড়াইয়ে এ সকল বিদ্যালয়েরও ফি বাড়ছে।

তাই আমাদের মনে হয় সমস্যাটি শুধুমাত্র বেতন বাড়ান বা আনুষঙ্গিক ফি নেবার নয়। বা সমস্যাটি গ্রামে বা শহরে এক নয়। এ সমস্যার মূল সমাজের আরও গভীরে প্রোথিত। তবুও মনে হয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে বেতন বা ফি না বাড়াবার নির্দেশ কার্যকরী হলে সাধারণ অভিভাবকেরা অনেকটা স্বস্তি পাবেন।